https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

# গান্ধীজীর দার্শনিক চিন্তা : স্বাধীন ভারতের পথ নির্দেশ

ড. বৈশালী গুহ[১]

**ভূমিকা:**

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ছিলেন এক নতুন পথের দিশারী। মানব প্রজাতির পরিবর্তন সাধনের ব্রত নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন। তার কণ্ঠস্বর যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত থাকবে। তার বাণী আগামী যুগের পথপ্রদর্শক। গান্ধীর মতে, মানুষের প্রবলতম শত্রু হলো ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নয়, মানুষের প্রবলতম শত্রু হলো হিংসা। তিনি একনিষ্ঠ ভাবে ছিলেন অহিংসার পূজারী। সংঘাত ও বিদ্বেষ পরিহার করে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে বাঁচার মন্ত্র শেখাতে চেয়েছিলেন গান্ধীজি। সত্যের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ছিল তার আদর্শের মূল ভিত্তি। কলকাতার রোটারি ক্লাবের সদস্যদের সম্বোধন করে ১৯২৫ সালে গান্ধীজি বলেন,

"আমি দেশের জন্য স্বাধীনতা চাই বটে কিন্তু অপরের প্রতি ক্ষতি করে বা আর কাউকে শোষণ করে নয় অপর কোন দেশকে অপমান করে আমাদের স্বাধীনতা চাই না। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ যদি ইংল্যান্ড বা ইংরেজ জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া হয় তাহলে সে স্বাধীনতা আমি চাই না। আমার দেশের স্বাধীনতা আমি এই জন্য চাই যাতে অপরাপর দেশ আমার স্বাধীন দেশের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে....."

গান্ধীজী বলতেন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য বিশ্ব বিভক্ত। মানুষ নিজের মতাদর্শকে একমাত্র সত্য ও অন্যদের মতাদর্শকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে মনে করে। সেখান থেকে সকল বিবাদের সূত্রপাত। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উন্নয়ন সাধন করে এবং পুরুষ ও নারীকে সমান মর্যাদা দিয়ে গান্ধী ভারতবর্ষে এক সুসংবদ্ধ সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গতির এই প্রক্রিয়া আজও ক্রিয়াশীল।।

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

গান্ধীজীর অহিংসা মানব প্রজাতির উচ্চতর আদর্শের উপর নির্ভরশীল যা অত্যাচার, অবিচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই মূল্যবোধের উৎস মানুষের হৃদয় ও ইচ্ছা শক্তি। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, মানব স্বভাবে শান্তি ও স্বাধীনতার এক প্রেরণা আছে। বিশ্বাসী ও আত্মোৎসর্গকারী ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাশীল মানুষই হলো ভবিষ্যতের আশা ও সম্ভাবনা। সামাজিক নববিধান গড়ে তোলার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে হবে। ঘৃণা বিদ্বেষ উন্মাদ এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশ্বে গান্ধীজী প্রেম ও পারস্পরিক সম্প্রীতির অমর প্রতিক। গান্ধীজীর চিন্তাধারা সঙ্গে লক ও রুশোর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চমানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সাধারণের ধারণা পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। তার মতে,

"I can say without the slightest hesitations, and yet in all humanity, that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means. "

গান্ধীজী কর্মযোগের মাধ্যমে আত্ম-সহমর্মিতার পথ অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। কর্ম আবশ্যিকভাবে কর্মের জন্য। গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে ভয় থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

[১] অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.45-49
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP.45-49
Received on 19th February, 2026 & Accepted on 20th February, 2026, Published: 23rd February, 2026

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"He who can tears, who saves his skin.....
must tight the physical battle, whether he will or not, but that is not Dharma..... Himsa(violence) will go on eternally in this strange world. The Bhagavadgita shows a way out of it. But it also shows that the scape out of cowardice and despair is not the way. Better far than I cowardice is killing and being killed. "

অহিংসা ও সত্য এই ছিল গান্ধীজীর জীবনের মূল মন্ত্র। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান। ধর্মীয় আত্মিক চিন্তাধারা দ্বারা এই আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজীর এই আন্দোলনের ভিত গড়ে উঠেছিল অহিংসা, সত্য ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিভাজন করেননি। গান্ধীজী মনে করতেন সত্য হল ভগবান, অহিংসা হল ভগবানের ভালবাসা ও সত্য পথের দিশারী। তিনি চেয়েছিলেন সত্যাগ্রহীরা কোন গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির আশ্রয় নেবে না, বরং সত্যাগ্রহকে গণ আন্দোলনের রূপ দেবে। তার মতে, হিংসা হল শোষণের সমতুল্য যা ব্যক্তি সম্পূর্ণ তাকে অস্বীকার করে।

হিংসা মানুষকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে অনেক পিছিয়ে দেয়। হিংসা পরিপূর্ণ অসামাজিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে মানুষ নিঃসঙ্গ ও অপরিপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য হয়। গান্ধীজীর মতে সত্য চূড়ান্ত, কিন্তু জ্ঞান আপেক্ষিক। কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। গান্ধী বলেন যে, অসহিষ্ণুতা এক ধরনের হিংসা যা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সত্তার উন্নয়নে বাধা দেয়।

গান্ধীজীর মতে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় শাসন ও নিপীড়ন থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা লংঘন হতে পারে, তা নয়, অর্থনৈতিক অসাম্য, জাত ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা বা উপনিবেশিকতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। মানুষের কাজের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। কাজের অধিকার মানুষকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র দিতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, বাজারকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের স্বাধীনতা হনন করে। গান্ধীজী কখনোই স্বাধীনতার পশ্চিমী চিন্তা ধারাকে আদর্শ বলে মনে করেননি। তিনি মনে করতেন কর্তব্য থেকে আসে অধিকার। মানুষ তখনই পুরোপুরি সফল হবে যখন সে তার কর্মের প্রতি সৎ ও দায়বদ্ধ থাকবে। তিনি সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করতেন না। সামাজিক বৈষম্য থেকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। গান্ধীজীর মতে, প্রত্যেক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যেন এমন হয় যাতে সে তার নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে পারে। তিনি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র থেকে সরে গিয়ে পৃথকভাবে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে অহিংসা, সত্য ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। গান্ধীজী যে বাস্তববাদে বিশ্বাস করতেন তা ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, সার্বজনীন। তিনি আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বহু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সমন্বয়বাদী গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। তিনি স্বতন্ত্র গ্রাম কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। গান্ধীজীর যে সামাজিক জীবনের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন সেখানে বিশ্বাস, স্বাধীনতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও স্বয়ংক্রিয়তা থাকবে। গান্ধীজীর মতে, গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি হল সঠিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক। তাই তিনি যদি উদ্যোগ বা চরকার উপর ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পূর্ণ স্বরাজের ধারণাটি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অবক্ষয়ুগের সমাজ কাঠামো কে নতুন করে গড়ে তোলা আবশ্যিক। ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজি বলেছিলেন, "The people of Europe have no doubt political power but no swaraj. Asian and African races and exploited..... under the sacred name of democracy..... the exploitation of Europe is sustained by violence..... My notion of democracy is that under it the weakest should have the same opportunity as the strongest. Western democracy as it functions today is diluted Nazism or Fascism..... Under the outlook, multiplicity of material wants will not be aim of life, the aim will be rather their restriction consistently with contorl. We shall cease to think of getting what we can, but we shall decline to receive what all cannot get." গান্ধীর মতে, প্রকৃত গণতন্ত্রকে সাফল্যে পর্যবসিত করতে হলে প্রত্যেক গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাঁর মতে, "The very essence of democracy is that every person represents all the varied interests which Compose the nation..... True democracy cannot be worked by twenty men sitting at the centre. It has to be worked from Below by the people of every village."


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গান্ধীজী মনে করতেন গণতন্ত্র নিষ্ফল হতে বাধ্য যদি না ক্ষমতাকে সকলের মধ্যে ভাগ করে না দেওয়া যায়। জনগণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামাজিকৃত করতে হবে। প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণের সমাজিকরণ করতে হবে। জনগণই প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব কে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁর মতে, কর্তত্ব কাঠামো কখনোই পিরামিডের মতো ক্রমাগত উচ্চ স্তরে বিন্যস্ত হবেনা কর্তৃত্ব কাঠামোর মূল কেন্দ্র বিন্দুতে থাকবে ব্যাক্তি।" In this structure composed of innumerable villages, there will be ever widening, never -ascending circles..... But it will be an Oceanic circle whole center will be the individual always ready to perish for the village.... but ever humble, sharing the Majesty of the Oceanic circle of which they are integral with. "

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল কাঠামো ছিল অসহযোগিতা ও আইন অমান্য। এই আন্দোলনের মূল কর্মপদ্ধতিগুলি ছিল আবেদন, নিবেদন ও অনশন, ধর্মঘট, বয়কট, হরতাল, আইন অমান্য ও পিকেটিং। গান্ধীজীর আন্দোলনের গঠনমূলক দিকগুলি হল, অস্পৃশ্যতার অপসারণ, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের অপসারণ। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল ভিত্তি হল অহিংসা ও সত্য। গান্ধীর মতে, সত্যাগ্রহ হলো এমন একটি পদ্ধতি ও প্রবাহ যা জনগণকে শিক্ষিত করে এবং এক অপ্রতিরোধ্য জনমত তৈরি করে। মহাত্মা গান্ধী মানব সমাজের পুনর্গঠন এর উদ্দেশ্য। ছিল কতগুলি মৌলিক আদর্শের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নৈতিক চিন্তাবিদ। নিজের অন্তরে উপলব্ধ মতাদর্শ গুলি তিনি জনসাধারণকে জানিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে সকলকে জাগ্রত করেছিলেন। যে সমস্ত উচ্চ ও মহান আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজের পুনর্গঠন এর কথা তিনি বলেছেন সেগুলি তিনি নিজের জীবনধারায় প্রয়োগ করেছেন। তার মৌলিক আদর্শগুলি ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে। তার এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ মানুষকে এক সুস্পষ্ট নৈতিক জীবনের সন্ধান দেয়। এবং সুন্দর জীবন যাপনের পথনির্দেশ করে। তাঁর চিন্তাধারা ও আদর্শ আধ্যাত্মিক ও যুক্তিবাদী ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাত্মা গান্ধীর সমাজ চিন্তার নির্যাস হিসেবে এক কথায় 'অহিংসা'র - কথা বলা যায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর আদর্শ ছিল অহিংসা। অহিংসা-নীতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"Without Ahinma it is not possible to seek and fuid truth. Ahimsa and Truth are so intertwined that it is practically impossible to disentangle and separate them. They are like the two sides of a coin, or rather of a smooth unstamped metallic dise. Who can say which in the obverse and which in the reverse." অহিংসা গান্ধী দর্শনের মূল মন্ত্র, তিনি বলেছেন,

"Non-violence is the best first article of my faith. It is also the last article of my Creed." অহিংসা হলো বিরোচিত আত্মার শক্তির অটল অভিব্যক্তি। অহিংসা হলো মানুষের সর্বোত্তম শক্তি। অহিংসা হলো সম্পূর্ণ একটি সদর্থক ধারণা। প্রেম ও সৎ চিন্তার মধ্যে অহিংসার ইতিবাচক অভিব্যক্তি ঘটে। অহিংসা হলো পরিপূরক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এক মেলবন্ধন। গান্ধীজীর অহিংসার মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের সন্ধান পেয়েছেন। অহিংসার মধ্যে এই গান্ধীজি খুঁজে পান স্বাধীনতার মন্ত্র।

গান্ধীজীর কাছে সত্যই ঈশ্বর। তাঁর মতে, সত্যাগ্রহী কে অহিংসার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর ও অক্লান্তভাবে উদ্যোগী হতে হবে। 'অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসের প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন,

"The fact that there are so many men still alive in the world shows that it is based not on the force of arms but on the force of truth and love. Therefore, the greatest and most unimpeachable evidence of the success of this force is to be found in the fact that in spite of wars of the world, it lives on."

অহিংস পথে একমাত্র সাহসী ব্যাক্তিরাই অগ্রসর হতে পারে। ভীরু কাপুরুষদের জন্য অহিংসা সত্যাগ্রহ নয়। গান্ধীজী ও অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেন। একটি শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রয়োজন মা ওই শিশুটিকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলতে পারে। তাই তিনি সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী আপেক্ষিক ধারণা রূপে অহিংসার উপর গুরুত্ব দিলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে জীবন রক্ষা করার জন্য, সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আঘাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। নিজের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক মানুষেরই আছে।


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন মুক্তির অবতারণা করেছেন। সমাজের সকল মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মানুষের কাছে অহিংসা তত্ত্বের কোন আবেদন নেই। গান্ধীজীর অহিংসা নীতি অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বলে অনেকে মনে করেন। রূঢ় বাস্তবের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তবে সমস্ত সমালোচনার পর্যালোচনা করে বলা যায় গান্ধীজীর অহিংস নীতির মধ্যে সত্যাগ্রহের অনুপ্রেরণা শ্রীলঙ্কা পরাধীন ভারতের হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশ এর লাঠি ও বন্দুকের সামনে নির্ভীক ও নিরস্ত্র অবস্থায় এগিয়ে যাবার সাহস দিয়েছিল। গান্ধীজীর কাছে সত্যাগ্রহ তথ্য হলো সুসংহত জীবনদর্শন। ব্যক্তি মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধি ও আত্ম সমালোচনার গুরুত্ব গান্ধীজীর কাছে ছিল প্রধান। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সৎ ও সমাজ সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের উদারনীতিক ও উপযোগিতামূলক দর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর সত্যাগ্রহ তত্ত্বের চরম পরীক্ষা হয়েছে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামী এবং সবরমতির সত্যাগ্রহ আশ্রমে "। টলস্টয় এর অহিংস ও প্রেমের বাণী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, খ্রিস্টের সত্য ও মানবতার আদর্শ, মহম্মদের সহজ সরল জীবন দর্শন প্রভৃতি গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের আদর্শের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে টলস্টয় এর প্রেম ও অহিংসার আদর্শে গড়ে ওঠা 'টলস্টয় ফার্ম। এ তিনি সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শ ও তত্ত্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সত্যাগ্রহের ধারণা দিতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন।

"Satyagraha differs from passive resistance as North pole from the south pole. The Latter has been conceived as a weapon of the weak and dose not exclude the use of physical force or violence in any shape or from Satyagraha is literally holding on to truth, and it means, therefore, and is known as, soul force."

রক্ষা করার জন্য, সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আঘাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। নিজের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন মুক্তির অবতারণা করেছেন। সমাজের সকল মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মানুষের কাছে অহিংসা তত্ত্বের কোন আবেদন নেই। গান্ধীজীর অহিংসা নীতি অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বলে অনেকে মনে করেন। রূঢ় বাস্তবের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তবে সমস্ত সমালোচনার পর্যালোচনা করে বলা যায় গান্ধীজীর অহিংস নীতির মধ্যে সত্যাগ্রহের অনুপ্রেরণা শ্রীলঙ্কা পরাধীন ভারতের হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশ এর লাঠি ও বন্দুকের সামনে নির্ভীক ও নিরস্ত্র অবস্থায় এগিয়ে যাবার সাহস দিয়েছিল। গান্ধীজীর কাছে সত্যাগ্রহ তথ্য হলো সুসংহত জীবনদর্শন। ব্যক্তি মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধি ও আত্ম সমালোচনার গুরুত্ব গান্ধীজীর কাছে ছিল প্রধান। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সৎ ও সমাজ সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের উদারনীতিক ও উপযোগিতামূলক দর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর সত্যাগ্রহ তত্ত্বের চরম পরীক্ষা হয়েছে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামী এবং সবরমতির সত্যাগ্রহ আশ্রমে "। টলস্টয় এর অহিংস ও প্রেমের বাণী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, খ্রিস্টের সত্য ও মানবতার আদর্শ, মহম্মদের সহজ সরল জীবন দর্শন প্রভৃতি গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের আদর্শের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে টলস্টয় এর প্রেম ও অহিংসার আদর্শে গড়ে ওঠা 'টলস্টয় ফার্ম। এ তিনি সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শ ও তত্ত্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সত্যাগ্রহের ধারণা দিতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন।

"Satyagraha differs from passive resistance as North pole from the south pole. The Latter has been conceived as a weapon of the weak and dose not exclude the use of physical force or violence in any shape or from Satyagraha is literally holding on to truth, and it means, therefore, and is known as, soul force."

অহিংসা নীতির উত্থাপক বা উদ্ভাবক হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে প্রাচীন ভারতের ধর্মগুরুদের কথা বলা যায়। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির আদর্শ প্রচার করেছেন। গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভারত ভূমিতে অহিংসার আদর্শ অত্যন্ত প্রাচীন। তিনি অহিংসা নীতিকে তাঁর জীবনধারার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অহিংসা নীতি কে সমকালীন মানব সমাজের প্রয়োজন পূরণের এক কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তব রাজনীতির প্রস্তুতি-গত পরিবর্তন বা সংস্কার


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সাধনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির ওপর গুরুত্ব দেন। অহিংসা ও সত্যাগ্রহকে তিনি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছিলেন যা হয়ে উঠতে পারে বর্তমান ভারতের পথপ্রদর্শক। এখানেই মহাত্মা মহত্ব ও কর্তৃত্ব নিহিত।।

**Reference:**

1. Bose, nirmal kr. (1948), Selection from Gandhi. (Ahmadabad: Navajivan)
2. Desai, M. H. (1948) Gandhi as we know him. (Navajivan publishing House)
3. Fischer, L. (2013) The life of Mahatma Gandhi. (Harper Collins)
4. Gandhi. M. K. (1920-29) Young India.
5. Gandhi, M. K. (1932), India's case for swaraj (yeshanad)
6. Gandhi, M. K. (1958), Satyagraha (Ahamedabad: Navajivan)
7. Gandhi, M. K. (1961), Democracy Real and Deceptive (Ahamedabad, Navajivan)
8. Guha. R. (2014). Gandhi: The years that changed the world, 1914-1948.Knopf.
9. Iyer. R. N. (2000). The Moral and political Thought of Mahatma Gandhi. Oxford University....
10. Morris Jones (1970) Mahatma Gandhi Political philosopher?', political studies (February)
11. Parekh, B (2001) Gandhi's political philosophy: A critical Examination. University of Notre Dame press.
12. Pyarelal (1958) Mahatma Gandhi: The last Phase, Vol. 2 (Ahamedabad: Navajivan).


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431